হরিনাকুন্ডুতে যত্রতত্র অবৈধ ইটভাটা! নেই প্রশাসনের নজরদারী

ঝিনাইদহের হরিনাকুন্ডু উপজেলায় পরিবেশ দূষণ করে যত্রতত্র ইটভাটা স্থাপন করা হয়েছে। নেই বৈধ লাইসেন্স ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র । বাজার, স্কুল ও আবাসিক এলাকা ঘেষে গড়ে উঠেছে এসব ইটভাটা। প্রভাবশালী ইটভাটা মালিকদের চাপে দীর্ঘদিন আটকে আছে এসব অবৈধ ইটভাটায় অভিযান।

জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র, ইট পোড়ানোর লাইসেন্স, ফায়ার সার্ভিসের সার্টিফিকেটসহ কোন অনুমোদন ছাড়াই ইটভাটার মালিকেরা ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে নির্বিঘ্নে এসব ভাটায় বছরের পর বছর ইট পোড়ানো হচ্ছে। উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে সরকারি নীতিমালা অমান্য করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাজার ও আবাসিক এলাকায় ফসলি জমি নষ্ট করে অবৈধভাবে ভাটার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে তারা। সবুজ বনায়ন কেটে ইটের ভাটায় দেদারছে কাঠ পোড়ানো হচ্ছে।

ইটভাটার কালো ধোঁয়ায় পথচারী, স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এবং আবাসিক এলাকার জনস্বাস্থ্য মারাত্মক ভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে, এছাড়া ফলদ বৃক্ষ, প্রাণী, জীববৈচিত্র ধ্বংস ও পরিবেশ দূষণের হুমকির মুখে পড়েছে। সরকারী বিধিমালা অনুযায়ী ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) ২০১৩ আইন অনুযায়ী, আবাসিক এলাকা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কৃষিজমির এক কিলোমিটারের মধ্যে ইটভাটা স্থাপন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু এ আইনের তোয়াক্কা না করে হরিনাকুন্ডু উপজেলায় গড়ে তোলা হয়েছে ১৭টি ইটভাটা। সড়কের পাশে ফসলি জমি ঘেঁষে শাখারীদহ বাজার এলাকায় হরিনাকুন্ডু ইটভাটা মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুর রহমান খোকনের মামা ভাগ্নে বিক্◌্রস, শীতলী পাড়া হাকিমপুর এলাকায় মেসার্স মিলন এন্ড জান্নাত ব্রিকস, পারমথুরাপুর মেসার্স আসাদ জাহাঙ্গীর ব্রিকস, চাঁদপুরে বাবুল হোসেন খানের আরএসবি ব্রিকস, ভায়না ইউনিয়নে ভাই ভাই ব্রিকস, আরাফ ব্রিকস, একতা ব্রিকস, সোহান ব্রিকস, রুমা ব্রিকস, এ জেড ডাবলু ব্রিকস, বিশ্বাস ব্রিকস, জামাত ব্রিকস ও দৌলতপুর ইউনিয়নে রয়েল ব্রিকস ও মাসুম পারভেজ এর বিজলী ব্রিকস নামের ইটভাটাগুলোতে ইট পোড়ানোর জন্য জ্বালানি হিসেবে কাঠ পোড়ানো হচ্ছে। যেগুলোর অধিকাংশরই নেই পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রসহ জেলা প্রশাসনের লাইসেন্স। তবুও ভাটার ব্যবসা চলছে রমরমা। ফলে চুল্লি থেকে বের হওয়া কালো

ধোঁয়ায় এলাকার পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। ইট পোড়ানোর জন্য ভাটার চারপাশে শত শত মণ আম, জাম, কাঁঠাল, রেইনট্রি, কদম, নারিকেল, বাঁশের মাথা ও খেজুর গাছসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছের কাঠ মজুদ করা হয়েছে। এছাড়াও ফসলি জমির টপসয়েল কেটে পাহাড় সমান মাটির স্তুপ করা হয়েছে। উপজেলার অধিকাংশ ইটভাটা জনবসতির খুব কাছাকাছি অবস্থিত। ভাটাগুলোর ১০০ থেকে ১৫০ গজের মধ্যে রয়েছে বিপুল সংখ্যক ফলদ গাছ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শতাধিক বাড়িঘর। কাঠ পোড়ানোর বিষাক্ত ধোঁয়ায় গাছের পাতা পুড়ে যাচ্ছে। ভাটা এলাকা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন থাকায় স্থানীয় লোকজন বিশেষ করে শিশু ও বয়স্করা অসুস্থ হয়ে পড়ছে। ইটভাটা নির্মাণের কারণে কৃষি জমির পরিমাণও দিন দিন কমতে শুরু করেছে।

ইট ভাটার শ্রমিকরা জানান, নিম্নমানের এসব ভাটায় কয়লা ব্যবহারের কোন সুযোগ নেই তাই কাঠ দিয়েই ইট পোড়াতে হয়। স্থানীয় কৃষকদের অভিযোগ, ফসলি জমির পাশে ইটভাটা গড়ে তোলার কারণে জমির উর্বরতা শক্তিহৃাসসহ ফসল উৎপাদন কমে যাচ্ছে। এদিকে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইনে ইটভাটার মাটি সংগ্রহের জন্য জেলা প্রশাসকের অনুমতি নেয়ার বিধান রয়েছে। কিন্তু কোন রকম অনুমতি ছাড়ায় এ উপজেলায় প্রতি মৌসুমে ভাটার মালিকরা এক শ্রেনীর মাটি খেকো দালালদের মাধ্যমে কৃষি জমির উপরিভাগের টপসয়েল কেটে ইটভাটায় স্তপ করে থাকেন। ফলে ফসলি জমির উর্বরতাশক্তি হ্রাস পাচ্ছে। অথচ এসব ইটভাটার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেনা প্রশাসন। বিনিময়ে ইটভাটা থেকে বাৎসরিক আদায় করা হচ্ছে কোটি টাকার মাসোহারা। এদিকে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আছে মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি ইটভাটার। বাকীগুলো চলছে প্রশাসন কে ম্যানেজ করে। তবে এসব ইটভাটা মালিকরা সরকারকে রাজস্ব দিচ্ছেন বলে জানান। জনমনে প্রশ্ন উঠেছে উর্বর তিন ফসলি জমি ও লোকালয়ে যে ইটভাটাগুলো গড়ে উঠেছে সেগুলো ডিসি অফিস থেকে লাইসেন্স পাওয়ার আগে পরিবেশগত ছাড়পত্র বা অনাপত্তিপত্র পেল কিভাবে?
নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক ভাটা মালিক বলেন, প্রতিবছর এলআর ফান্ডে মোটা টাকা দিয়ে ইটভাটা মালিকরা যে লাইসেন্সটি নিয়ে থাকে তা দেখার আগে দেখতে হবে পরিবেশ অধিদপ্তর পরিবেশগত যে ছাড়পত্রটি দিয়েছে সেটি অফিসে বসে দিয়েছে নাকি ইটভাটার অবস্থানটা সরেজমিনে পরিদর্শন করে দিয়েছে?

অভিযোগ রয়েছে বছরে দু-একবার ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে দায় সারছে পরিবেশ অধিদপ্তরসহ উপজেলা প্রশাসন। ভাটা মালিকদের বক্তব্য,

তারা বৈধভাবেই ব্যবসা করতে চান কিন্তু আইনি জটিলতার কারণে ছাড়পত্র ও লাইসেন্স পাচ্ছেন না। তাই নিরুপায় হয়ে চাঁদা দিয়ে চালাতে হচ্ছে এসব ইটভাটা। বৈধতা না থাকলেও প্রতি বছর ইট পোড়ানোর মৌসুমে পাঁচ লাখ টাকা রাজস্ব দিতে হচ্ছে সরকারকে। ভাটা মালিকেরা জানিয়েছেন, কৃষিজমি ও আবাসিক এলাকার ১ কিলোমিটারের মধ্যে ইটভাটা করা যাবে না। একই সাথে ইট পরিবহনের জন্য সরকারি পাকা সড়কও ব্যবহার করা যাবে না। কিন্তু এই আইন মানা আমাদের জন্য খুবই কঠিন। তাই আমরা পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না পেলেও ভাটা স্থাপন করেছি। তারা আরও জানান, ভাটাগুলোর বৈধ কাগজপত্র না থাকার কারণে প্রশাসনের উৎপাতও বেশি। প্রশাসন ঝামেলা করছে অনবরত। তাদের অনেককেই টাকা দিয়ে ম্যানেজ করতে হচ্ছে। হরিনাকুন্ডুতে অধিকাংশ ইটভাটার কোনো লাইসেন্স ও অনুমোদন নেই। কীভাবে চলে এমন প্রশ্ন করা হলে ইটভাটার মালিকরা জানান, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, সাংবাদিকদের বিভিন্ন সংগঠন, বন বিভাগ এবং পরিবেশ অধিদপ্তরসহ প্রতিটি সেক্টর ম্যানেজ করেই ভাটা পরিচালনা করা হচ্ছে। আর এসব ম্যানেজ করছেন উপজেলা ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি জিয়াউর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুর রহমান খোকন।

এদিকে ভুক্তভোগী বাসিন্দাদের অভিযোগ, সবকিছু জেনেও নীরব পরিবেশ অধিদপ্তর ও জেলা প্রশাসন। তাদের দাবি, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কঠোর অভিযান চালাতে হবে।

তবে হরিণাকুন্ডু ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি জিয়াউর রহমান বলেন, প্রাথমিক অবস্থায় ইট পোড়াতে জ্বালানী হিসেবে ও কয়লার দাম বৃদ্ধির কারণে ভাটাগুলোতে কাঠ পোড়ানো হচ্ছে। বেশির ভাগ ইটভাটার ২০১৫ সালের পর থেকে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ও নবায়ন নেই। কেনো নবায়ন নেই এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, প্রতি বছর

ইটভাটাগুলোর মালিকেরা এলআর ভান্ডসহ আয়কর ও ভ্যাট দিচ্ছেন কিন্তু পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না থাকায় জেলা প্রশাসকের লাইসেন্স নবায়ন করা সম্ভব হচ্ছেনা। আগের সরকারের আমলে আওয়ামী লীগের নেতাদের হস্তক্ষেপ ও প্রশাসনের নীরব ভূমিকায় চলতো এসব অবৈধ ইটভাটা। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে এখন তো কোনো রাজনৈতিক সরকার নেই, তবে ভাটাগুলো কাদের নিয়ন্ত্রণে চলছে।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মুন্তাছির রহমান বলেন, অবৈধ ও পরিবেশ সম্মত নয় এমন সব ইটভাটার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হবে।

ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কাছে অবৈধভাবে ইটভাটা পরিচালনা ও এলআর ফান্ডে টাকা নেওয়ার ব্যাপারে
জানতে চাইলে তিনি জানান, পরিবেশ অধিদপ্তরের লাইসেন্স ছাড়া ইটভাটা গুলো পরিবেশ সম্মত ও বৈধ নয়। তিনি আরও বলেন, আপনারা জানেন আমি এখানে নতুন যোগদান করেছি এবং স্পষ্ট ভাবে বলে দিয়েছি এলআর ফান্ডে কোন টাকা নেয়া যাবেনা।

চুয়াডাঙ্গা জেলায় দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে প্রশাসনের যৌথ মহড়া

চুয়াডাঙ্গা জেলায় আসন্ন জাতীয় দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে জেলা প্রশাসন পুলিশ র্যাব বিজিবি আনসার বাহিনীর সমন্বয়ে যৌথ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে এবং যেকোনো ধরনের নাশকতামূলক কার্যক্রমকে প্রতিহত করার লক্ষে আজ শুক্রবার বিকাল তিনটা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত সকল স্তরের প্রশাসনের যৌথ ভাবে এবং বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসার ফোর্সের সমন্বয়ে গাড়ীবহর যোগে যৌথ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত যৌথ মহড়ায় জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, অধিনায়ক, ৬ বিজিবি, সহকারী পরিচালক, ৫৮ বিজিবি, স্কোয়ার্ড কমান্ডার, র্যাব-১২, পরিচালক, ১৪ আনসার ব্যাটালিয়ন, চুয়াডাঙ্গাগণের নেতৃত্বে চুয়াডাঙ্গা শহরের প্রধান প্রধান সড়কে ডমিনেন্স প্যাট্রোলিং শেষে দামুড়হুদা মডেল থানাধীন জুড়ানপুর, মুক্তারপুর ও কোমরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্র, দর্শনা থানাধীন দক্ষিণ চাঁদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দোস্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং জীবননগর থানাধীন উথুলী বাসস্ট্যান্ড বাজার, আন্দুলবাড়ীয়া বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্র সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে উপস্থিত ভোটারসহ জনসাধারনের উদ্দেশ্য আগামী ০৭ই জানুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিতব্য দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সাধারণ ভোটারদের সঙ্গে স্থানীয় পরিবেশ ও আইনশৃংখলা পরিস্থিতি

নিয়ে কথা বলেন এবং নির্বাচনের দিন উৎসবমুখর পরিবেশে ভোটকেন্দ্রে এসে নির্বিঘ্নে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট প্রদানের আহবান জানান। ভোট প্রদানে বাঁধার সৃষ্টি হলে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯, পুলিশ কন্ট্রোলরুম, সংশ্লিষ্ট থানার অফিসার ইনচার্জ ডিউটি অফিসার, ইউএনও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বৃন্দের মোবাইল নাম্বারে অথবা র্যাব, বিজিবি, সেনাবাহিনীর টিম কে তাৎক্ষণিকভাবে জানানোর পরামর্শ প্রদান করেন। যারা এ ক্ষেত্রে বাঁধা সৃষ্টি করবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যাবস্থা নেয়া হবে বলে সাধারণ মানুষদের আশ্বস্ত করেন।

এছাড়াও জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার বলেন,ভোটের দিন ভোট কেন্দ্রসহ বিভিন্ন স্থানে সাদা পোশাকে চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা পুলিশ সহ অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার লোকজনের নজরদারি থাকবে। সর্বশেষ, সার্বিক আইন শৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে চুয়াডাঙ্গার আপামর জনসাধারণের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলার জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. কিসিঞ্জার চাকমা নেতৃত্বে স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক শারমিন আক্তার, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা, জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার হাসিনা মমতাজ সহ অন্যান্য সহকারী কমিশনারগন উক্ত মহাড়ায় অংশগ্রহণ করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান- পিপিএম-সেবা নেতৃত্বে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) রিয়াজুল ইসলামে, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্)নাজিম উদ্দিন আল আজাদ-পিপিএম-সেবা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহা, জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ এস এম জাবীদ হাসান, জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ সহ ডিবি, ট্রাফিক, দামুড়হুদা, দর্শনা ও জীবননগর থানা পুলিশের টিম অংশগ্রহণ করে।

চুয়াডাঙ্গা ৬বিজিবি লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান ও মহেশপুর ৫৮ বিজিবি সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামানের নেতৃত্ব বিজিবি’র গাড়ীবহরের টিম অংশগ্রহণ করেন। র্যাব-১২ স্কোয়ার্ড কমান্ডার কিশোর রায়ের নেতৃত্বে র্যাবের একটি টিম এবং ১৪ আনসার ব্যাটালিয়নের পরিচালক কামরুল হাসানের নেতৃত্ব একটি টিম

এই যৌথ মহড়াই অংশগ্রহণ করেন।

মুজিবনগরে জাতীয় যুব দিবস পালিত

“প্রশিক্ষিত যুব উন্নত দেশ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ”এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মুজিবনগরে পালিত হয়েছে জাতীয় যুব দিবস।
দিবসটি উপলক্ষে মঙ্গলবার সকালের উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি যুব র্যালি বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিন শেষে একই জায়গায় এসে শেষ হয়।
পরে উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আয়োজনে, আলোচনা সভা ও ঋণের চেক বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিবউদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং উপজেলা সহকারী যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা নকিম উদ্দীন এর সঞ্চালনায়, আলোচনা সভা ও চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আব্দুর রব, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার আলাউদ্দিন,মুজিবনগর প্রসক্লাবের সভাপতি মুনসি ওমর ফারুক প্রিন্স,যুবনেতা হাসানুজ্জামান লালটু।
জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষে আত্মকর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষে এবং যুবকদের আত্মনির্ভরশীল হিসাবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন খাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকদের মাঝে ঋণ এর চেক বিতরণ করা হয়। এ সময় উপজেলার বিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারী সাংবাদিক ও যুবক-যুবতিরা উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচনী সহিংসতা রুখতে প্রশাসনিক নজরদারি বাড়াতে হবে

২য় ধাপে মেহেরপুরের ৯টি ইউনিয়নে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো গেল ১১ নভেম্বর। নির্বাচনের আগে ও পরে কয়েকটি ইউনিয়নে সহিংসতার ঘটনা ঘটে। সহিংসতায় গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের লক্ষিনারায়ণপুর ধলা গ্রামে ২জনের প্রাণহানিসহ আহত হয়েছে অন্তত ২০ জন।

এসকল সহিংসতায় ব্যবহার করা হয়েছে দেশীয় অস্ত্র। তার মধ্যে রয়েছে হাসুয়া, লাঠি, বল্লম, রামদা, মাথাল, গিয়ার,টেটাসহ কয়েক প্রকারের অস্ত্র।

মেহেরপুরে নির্বাচনের দিন পুলিশ প্রশাসনের যে তৎপরতা লক্ষ্যে করা গেছে একই তৎপরতা তফসিল ঘোষনার পর থেকে শুরু হলে সহিংসতা এড়ানো যেত। নির্বাচন পূর্ব সময়ে বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র উদ্ধারে পুলিশের অভিযানও দেখা যায়নি। তবে নির্বাচন পূববর্তী সময়ে র্যাবের অভিযানে দুজন আটক হয়েছে দুটি অস্ত্র সহ।

গত ৩ নভেম্বর কাথুলী ইউনিয়নের গাড়াবাড়িয়াতে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর নির্বাচনী কর্মীসভায় গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন। ওই মঞ্চে প্রধান অতিথির সফরসঙ্গী হয়ে শর্টগান নিয়ে মঞ্চে প্রদর্শণ করেন হাবিবুর রহমান নামের এক ব্যক্তি। বিষয়টি নিয়ে তোলপাড় শুরু হলে পরদিন গাংনী থানা অস্ত্রটি জমা নেয়।

৮ নভেম্বর কাথুলী ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড লক্ষিনারায়ণপুর ধলা গ্রামে ইউপি সদস্য প্রার্থী আজমাইন হোসেন ভোট চাইতে গেলে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী আতিয়ার রহমানের কর্মী তার উপর হামলা চালায়। এসময় সে গুরতর আহত হয়। তার চিৎকারে মামাত দুই ভাই জাহাদুল ইসলাম ও সাহাদুল ইসলাম বাঁচাতে গেলে তাদেরকে দেশী অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে হত্যা করা হয়। পরে পুলিশ ও র্যাবের পৃথক দুটি টিম আতিয়ারের ভাইয়ের বাড়ি থেকে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহার করা কয়েক প্রকার দেশী অস্ত্র উদ্ধার করে। এ দুটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইউপি নির্বাচনে সহিংসতার আশঙ্কা তৈরি হয়।

নির্বাচনের দিন দুটি সেন্টারে প্রার্থীদের কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিলে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ফাঁকা গুলি

ছুড়েছে। এছাড়া তেমন কোন ঘটনা ঘটেনি।

অস্ত্র উদ্ধারে যেমন পুলিশের তেমন কোন তৎপরতা দেখা যায়নি। অপরদিকে জেলা প্রশাসনও বৈধ অস্ত্র জমা দেওয়ার ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের অফিসার ইনচার্জ জুলফিকার আলী বলেন, নির্বাচনী পূর্ববর্তী এক মাস আগে জেলা পুলিশের কোন অস্ত্র উদ্ধার নেই। পুলিশ সুপারের নির্দেশ ছিলো নির্বাচনি সহিংসতা এড়াতে সকল ধরণের অভিযান পরিচালনা করতে এবং বিশেষভাবে নজরদারি করতে।

সুজনের (সুশাসনের জন্য নাগরিক) মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ জাকির হোসেন বলেছেন, নিবাচনে সহিংসতা মোটেও কাম্য নয়। কাথুলীতে সহিংসতার কারণে যে দুটি প্রাণহাণি হয়েছে অত্যন্ত দু:খজনক। এ ব্যাপারে প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আরো সচেতন হওয়া প্রয়োজন ছিল। অস্ত্র প্রদর্শণের কথা শুনেছি সেখানেও আরো একটু নজরদারির দরকার ছিল।
মেহেরপুরের পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলম বলেছেন, নির্বাচন পূর্ববর্তী এক মাসের মেহেরপুরে কোন অস্ত্র উদ্ধার নেই এটা ঠিক। তবে পুলিশ বিভাগের তৎপরতা অব্যাহত ছিলো নির্বাচন কেন্দ্রিক সহিংসতা যাতে না হয়। কাথুলীর সহিংসতা দীর্ঘদিনের একটি দ্বন্দ্বের জেরে ঘটেছে। নির্বাচনের প্রচারণাকে বিরোধী পক্ষ সুযোগ নিয়ে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটিয়েছে। এরপর আমরা অনেকগুলো দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করেছি।

তিনি আরো বলেছেন, কাথুলীর গাড়াবাড়িয়াতে যে ব্যক্তি অস্ত্র প্রদর্শণ করেছিলেন আমরা জানার পর সেটি থানা হেফাজতে নিয়েছে। তার লাইসেন্সের কাগজপত্র যাচাই বাছাই করা হচ্ছে। তবে এ ধাপের নির্বাচন সহিংসতার বিষয়টি নিয়ে সামনে নিয়ে ২৮ নভেম্বরের নির্বাচন পূর্ববর্তী সময়ে পুলিশে আরো সজাগ হবে।

সহিংসতা, প্রাণহানির মধ্যে আতঙ্ক ছাপিয়ে দু একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়াই মেহেরপুরের ৯টি ইউপিতে নির্বাচন সুষ্ঠ হয়েছে। এমন নির্বাচন করতে সহায়তা করায় প্রশাসনকে সাধুবাদও জানিয়েছেন ভোটাররা। আমরা প্রত্যাশা করবো আগামি সকল নির্বাচন সুষ্ঠ হোক, সহিংস মুক্ত হোক। গণতন্ত্রের এ ধারা অব্যাহত থাকুক।

মেহেরপুরে বেশি দামি মাংস বিক্রির অভিযোগ, নেই প্রশাসনিক নজরদারি

আগামীকাল পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর। মুসলিম বিশ্বের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর। দীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনার পর বিশ্বের সকল দেশের মতো বাংলাদেশেও যথাযথ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হবে পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর। ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে এরই মধ্যে ভিড় লেগেছে মাংসের দোকানে। চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় দামও বেড়েছে। প্রশাসনকি মনিটরিং না থাকায় মাংস ব্যবসায়ীরা নিজেদের ইচ্ছামত দামি বাড়িয়ে অধিক মুনাফা করছেন। এ অবস্থায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি ক্রেতাদের।

মেহেরপুর পৌরসভার বাজারগুলোতে মাংসের দাম গত সপ্তাহের চেয়ে কেজিতে কমপক্ষে ১০০-১৫০ টাকা বেশি রাখছেন বিক্রেতারা। তবে মূল্যতালিকায় আগের দামই লেখা রয়েছে। চাহিদা বাড়ায় মেহেরপুরসহ বিভিন্ন এলাকার পাড়া-মহল্লাগুলোতেও মাংস বিক্রি করছেন মৌসুমি ব্যবসায়ীরা।

বৃহস্পতিবার শহরের বিভিন্ন এলাকায় গরু, ছাগল ও মহিষ জবাই করতে দেখা গেছে। ক্রেতারা বলছেন, বিক্রেতারা মানুষের হুজুগের সুযোগ নিচ্ছেন। মাংসের দাম বেশি রাখছেন। আর বিক্রেতারা বলছেন, ঈদ এলে মানুষের মাংস কেনার হুজুগ বেড়ে যায়। এতে মৌসুমি ব্যবসায়ীরা মাংসের ব্যবসায় নামেন, যার প্রভাব পড়ে গরুর হাটে। গরুর দাম বেড়ে যাওয়ায় কেজিপ্রতি মাংসের দামও বাড়ে।

মেহেরপুর গরুর হাটে গিয়ে দেখা যায়, মানুষের ভিড় লেগেছে মাংসের দোকানগুলোতে। গরুর মাংস বিক্রি হচ্ছে ৫৫০-৬০০ টাকা কেজিতে। মহিষের মাংস বিক্রি হচ্ছে ৭০০ টাকা, খাসি ছাগল ৮০০ টাকা কেজি দরে।

আহাদ নামের এক ক্রেতা বলেন, সরকার মাংসের দাম বেঁধে দেয়নি। আগামীকাল ঈদ। মাংস বিক্রেতারা ইচ্ছামত দাম নিচ্ছেন। সকালবেলায় যে

মাংসের দাম ছিলো ৫৫০ টাকা দুপুরে তার দাম ৭০০।

মাংস ক্রেতা ছানোয়ার হোসেন বলেন, বাড়ি থেকে জানতে পারলাম মহিষের মাংস বিক্রি হচ্ছে ৬০০ টাকা কেজি হাটে এসে জানছি ৭০০ টাকা। তাই মহিষের মাংস আর নেওয়া হলো না। আসলে প্রশাসনের তদারকি না থাকায় মাংস বিক্রেতারা নিজের ইচ্ছামতো দাম নিচ্ছে। একই জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন দাম।